MAR 29 2001

তারিখ ... পৃষ্ঠা ...১২... কলাম ...৩...

দৈনিক ইনকিলাব

আওয়ামী লীগের ৫ বছরে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়-৩

দুষ্টের লালন ও শিষ্টের দমন নীতি ॥ দুর্নীতিবাজরা পুরস্কৃত ॥ ছাত্র হত্যা ও শিক্ষক লাঞ্ছনার বিচার হয়নি

আবদুল মালেক ॥ চট্টগ্রাম ভার্সিটির আওয়ামী প্রশাসন যেভাবে 'দুষ্টের লালন ও শিষ্টের দমননীতি' অনুসরণ করেছে তাতে ৫ বছর যাবত বিশ্ববিদ্যালয়টি এক নৈরাজ্যকর অবস্থায় হাবুডুবু খাচ্ছে। খুনীদের আশ্রয়দান, শিবির দমনের নামে নিরীহ ছাত্রদের নিপীড়ন, ভিন্নমতের শিক্ষকদের হয়রানি, সিনিয়রিটি ডিঙ্গিয়ে দুর্নীতিবাজদের পদোন্নতি ও ক্যাম্পাস রাজনীতিতে প্রশাসনের পক্ষপাত ভার্সিটিকে চরম বিশৃঙ্খলায় নিক্ষেপ করেছে। সর্বত্র বিরাজ করছে চাপা ক্ষোভ ও তীব্র অসন্তোষ। ছাত্রলীগ ক্যাডারদের রক্ষার জন্য প্রশাসনের তোড়জোর ছিল রীতিমতো বিস্ময়কর। '৯৭ সালে বকুল থেকে '৯৯ সালে জোড়া খুন পর্যন্ত সহিংস ঘটনাবলীতে গঠিত হয়েছে অর্ধশতাধিক তদন্ত কমিটি। প্রায় কমিটিতে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে ঘুরেফিরে একই ব্যক্তিদের। ফলে নিরপেক্ষতা পক্ষপাতে পর্যবসিত হয়। ক্ষেত্র বিশেষে নিরপেক্ষ তদন্তের সম্ভাবনা থাকলে প্রশাসনিক হস্তক্ষেপ আসতো। এরকম হস্তক্ষেপের ফলে '৯৮ সালে প্রোক্টর তৌহিদ ওসমান খান পদত্যাগে বাধ্য হয়েছিলেন। এরকম ঘটনার চরম প্রকাশ ঘটে জোড়া খুনের পর। '৯৯ সালের ১৯ ডিসেম্বর পবিত্র রমজানে শিবির নেতা রহিম ও মাহমুদ হত্যাকারীদের চিহ্নিত করার জন্য ৩১ ডিসেম্বর ডঃ কাজী বাসেতের নেতৃত্বে একটি তদন্ত কমিটি হয়। কিন্তু উপর মহল থেকে এমন চাপ আসে যে, তিনি কমিটি থেকে পদত্যাগে বাধ্য হন। তখন '৯৭ সালের বকুল হত্যাসহ আরও বহু তদন্ত কমিটি যাকে নিয়ে হয়েছিল সেই প্রফেসর মোস্তাইন বিল্লাহকেই জোড়া খুনের তদন্তভার দেয়া হয়। প্রফেসর বিল্লাহ এখন জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে। তার তদন্ত রিপোর্টও আলোর মুখ দেখেনি। এভাবেই

...পোর্ট লাল ফিতায় বন্দী ৯৬ এর পৃঃ ২-এর কঃ

আওয়ামী লীগের ৫ বছরে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়-৩

(৮ম পৃষ্ঠার পর)

গত ৫ বছরে ছাত্রলীগের ৫ জন পাতিনেতাকে সাময়িক বহিষ্কার ছাড়া খুন, সন্ত্রাস ও শিক্ষক লাঞ্ছনার দায়ে অভিযুক্ত শতাধিক ক্যাডারের কোন বিচার হয়নি। শিবির নেতা জোবায়ের হত্যাকারীদের যথাযথ শাস্তি বিধানের জন্য ৩৬০তম সিন্ডিকেট সভা ভার্সিটি শৃঙ্খলা কমিটিকে অনুরোধ করে। কিন্তু অদ্যাবধি শৃঙ্খলা কমিটির কোনও বৈঠক হয়নি।

'৯৬ সালের সেপ্টেম্বর থেকে গত ২২ ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত ছাত্রলীগ সন্ত্রাসীদের নামে নিরপেক্ষ ছাত্র ও শিবিরের পক্ষ থেকে ভিসির কাছে ও হাটহাজারী থানায় শতাধিক অভিযোগ ও মামলা দায়ের হয়েছে। পক্ষান্তরে শিবিরের বিরুদ্ধেও ছাত্রলীগের পক্ষ থেকে গেছে বেশ কয়টি মামলা। ভাইস চ্যান্সেলর ও হাটহাজারী থানার নথিপত্র থেকে জানা গেছে, ছাত্রলীগের দেয়া সকল অভিযোগ- মামলায় অভিযুক্তদের শাস্তি হয়ে গেছে। শিবিরের নাসিরুল্লাহ, মুজিবুর রহমান মঞ্জু, মিয়া তৌফিকসহ শত শত নেতা-কর্মীকে জেলে ঢোকানো হয়েছিল। ভার্সিটি থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে ২ জনকে। কিন্তু শিবিরের দায়েরকৃত অভিযোগ ও মামলাগুলোর কোন এ্যাকশন হয়নি। তাৎক্ষণিক উত্তেজনা প্রশমনে যে কয়জন পাতিসন্ত্রাসীকে আটক করা হয়েছিল তাদেরকেও যথাশীঘ্রই ছেড়ে দেয়া হয়। থানা থেকে অনেক অফিসার বদলী হয়েছেন। এখন কোন মামলা কার হাতে কি অবস্থায় তাও কেউ জানে না বলে একজন কর্মকর্তা জানান। সর্বশেষ বর্তমান ভিসির দায়িত্ব নেয়ার কয়েক দিনের মাথায় গত ২২ ফেব্রুয়ারী শিবির নেতা জাকিরের ওপর হামলার দায়ে ৯ জনকে আসামী করে জননিরাপত্তা আইনে একই দিন মামলা (১৩৫/২০০১) হয়। অদ্যাবধি তার কোনও এ্যাকশন হয়নি।

'৯৯ সালের জোড়া খুনের পর সর্বদলীয় ছাত্রঐক্যের লাগাতার অবরোধের প্রায় ৫ মাসের মাথায় গত বছর ২ মে ভার্সিটি কর্তৃপক্ষ ছাত্রঐক্যের সাথে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেন। সে চুক্তির ভিত্তিতে ৮ মে থেকে ছাত্রঐক্য অবরোধ প্রত্যাহার করেছিল। চুক্তিতে বলা ছিল, 'বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন উক্ত তারিখের পূর্বে তদন্ত কমিটিসমূহের রিপোর্ট অনুযায়ী দোষী ব্যক্তিদের শাস্তি বিধান করবে।' কিন্তু অদ্যাবধি সেরকম কোন শাস্তির কথা জানা যায়নি। আর এভাবেই গত ৫ বছর যাবত ভার্সিটিতে সরকারী সন্ত্রাসীদের লালন করা হয়েছে। ফলে কোন পিতা-মাতা তার সন্তান হত্যার বিচার পাননি। কোন শিক্ষক তার ওপর লাঞ্ছনার বিচার পাননি। রাজনৈতিক অধিকারের ক্ষেত্রেও ছিল দুষ্টের লালন নীতি। কর্তৃপক্ষ ক্যাম্পাসে একাধিকবার সভা-সমাবেশ নিষিদ্ধ করে যা এখনো বলবৎ আছে। ছাত্রলীগ প্রত্যেকবার এই নিষেধাজ্ঞা ভঙ্গ করেছে। কিন্তু অন্যান্য সংগঠন মিছিল-সমাবেশ করতে গেলেই পুলিশ লেলিয়ে দেয়া হয়েছে। জোবায়ের রহিম ও মাহমুদের হত্যা দিবসে ছাত্রশিবির তাদের শোকর‍্যালি করার অনুমতি চেয়ে প্রোক্টরের কাছে আবেদন করে। তাদের অনুমতি দেয়া হয়নি। কিন্তু শেখ মুজিব হত্যার রায় কার্যকর করা, ডঃ আফতাবের শাস্তি ও ইনকিলাব নিষিদ্ধ করার দাবীতে মুজিববাদী ছাত্রলীগের উস্কানিমূলক মিছিল করতে কোন অনুমতির দরকার হয়নি।•

গত ৫ বছর যাবত সৎ কর্মকর্তা-কর্মচারীরা হয়েছেন সবচেয়ে অবহেলিত। পক্ষান্তরে দুর্নীতিবাজরা হয়েছে পুরস্কৃত। এর বড় দৃষ্টান্ত আহমেদুল হক চৌধুরী। ১৯৯৫ সালে দুর্নীতির দায়ে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক লতিফ খান চাকরিচ্যুত হলে। তখন জাঁদরেল ডেপুটি রেজিস্ট্রার আহমেদুল হক চৌধুরীকে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের দায়িত্ব দেয়া হয়। তিনি এসে ভার্সিটির পরীক্ষার ফলাফল ও সার্টিফিকেট জালিয়াতির ভয়াবহ তথ্য উদঘাটন করেন যা সবক'টি দৈনিকের শিরোনাম হয়। একইসাথে বেরিয়ে আসে জালিয়াত চক্রের নাম। কিন্তু প্রফেসর মান্নান ভিসি পদে আসার পর রহস্যজনকভাবে জনাব চৌধুরীকে সরিয়ে দেয়া হয়। অন্যদিকে জালিয়াতচক্রকে শাস্তির বদলে দেয়া হয় পদোন্নতি। সেই ভয়াবহ জালিয়াতির ঘটনাও চাপা পড়ে গেছে।

নিরাপত্তা দপ্তরের পরিচালক থাকাকালে দুর্নীতির দায়ে গাজী গোলাম কিবরিয়াকে '৯৭ সালের ২০ এপ্রিল ডেপুটি রেজিস্ট্রার থেকে সহকারী রেজিস্ট্রার করে দেয়া হয়। তাকেই গত বছর পুরস্কার দেয়া হয় পরিবহন দপ্তর। শাস্তি ভোগের পরও যে তার দুর্নীতি বন্ধ হয়নি তা তদন্তে প্রমাণিত। কিন্তু সম্প্রতি ভিসি বদলের আগে এই তদন্ত রিপোর্ট বাস্তবায়ন হয়নি। এভাবেই দুর্নীতির পুরস্কার ও সততার অবমূল্যায়ন হয়েছে।

শিক্ষকদের বেলায় এ ঘটনা ছিল আরও মারাত্মক। চট্টগ্রামস্থ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের সূচনালগ্নে চট্টগ্রাম ভার্সিটির কয়জন শিক্ষক খণ্ডকালীন শিক্ষকতায় এবং ডঃ লোকমান পরিচালক ছিলেন। বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পরই তাদেরকে আপত্তিকর ভাষায় কারণ দর্শাও নোটিশ দেয়া হয়। অপরপক্ষে একই সময় চট্টগ্রামস্থ ইউএসটিসিতে আওয়ামীপন্থী বেশ কয়জন শিক্ষক বিবিএ ফ্যাকাল্টিতে কর্মরত ছিলেন। এমনকি চট্টগ্রামের মেয়র গত বছর যে ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট (আইআইবিটি) স্থাপন করেছেন সেখানেও বেশ কয়জন শিক্ষক খণ্ডকালীন এবং একজন শিক্ষক সার্বক্ষণিক রেক্টর হিসেবে বিপুল বেতনে কাজ করছেন। কিন্তু এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কোন টুঁ-শব্দ নেই।

লোক প্রশাসন বিভাগের সিনিয়র প্রফেসর ও আওয়ামী লীগের ভিন্নমতাবলম্বী আবদুন নূরকে '৯৮ সালের ৩ মার্চ উক্ত বিভাগের ৩ জন আওয়ামী শিক্ষক নাজেহাল করেন। বিভাগীয় সভাপতির সাক্ষ্য মতে, তাদের একজন প্রফেসর নূরকে চেয়ার ছুঁড়ে মারতে চেয়েছিলেন। এর বিচার চাওয়ায় উল্টো প্রফেসর নূরকে কারণ দর্শাও নোটিশ দেয়া হয়। একইসাথে নিষিদ্ধ করা হয় তার সম্পাদিত একটি আন্তর্জাতিক মানের জার্নাল। অন্যদিকে যে শিক্ষক চেয়ার মারতে চেয়েছিলেন তাকে পুরস্কৃত করা হয়েছে। অন্যের লেখা নিবন্ধে নিজের নাম যুক্ত করে প্রতারণার অভিযোগ থাকা সত্ত্বেও উক্ত শিক্ষককে ইতোমধ্যে প্রফেসর পদে উন্নীত করা হয়েছে।